ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 4 .. 1999

পৃষ্ঠা ৫ কলাম

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

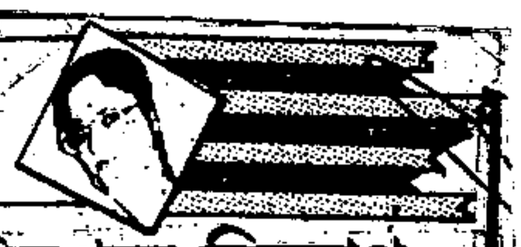

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমার পিতার নামে আপনার প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ আছে। যার নম্বর-০৩৫৪০ তাং-২৫-১১-৯৮ইং এবং বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক ২৩ ডিসেম্বর '৯৮ 'মুক্তিবার্তা' নবম সংখ্যা-এর ১০৪ পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং-০১১৩০৩০১৪৪-এ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আমার পিতার নাম (মোঃ সেলিম উদ্দিন, পিতামহ মৃত মোঃ বন্দে আলী) ছাপা হয়েছে। বিনয়ের সঙ্গে আপনার কাছে নিবেদন এই যে, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬-এর মহাপরিচালক আজিজ আহম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত গত ১০-৫-৯৮ ইং তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আমি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়ে আপনার ঘোষণা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০% সংরক্ষিত কোটায় চাকরি পাওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে সহকারী শিক্ষিকা (প্রশিক্ষণবিহীন) পদে যথাযথভাবে আবেদন করি। পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় যোগ্য প্রার্থী হিসেবে আমার নামে একটি প্রবেশপত্র ইস্যু করে। আমার রোল জামালপুর নম্বর-৩৭৯৫। যতোদূর জানি জামালপুর জেলা থেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের মধ্যে আবেদনকারীর সংখ্যা মাত্র আটজন। জানা গেছে, জামালপুর জেলায় সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার বর্তমান শূন্য পদের সংখ্যা ২০৮। তাহলে আপনার ঘোষণা অনুযায়ী সংরক্ষিত ৩০% কোটায় জামালপুর জেলায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬২ জন নিয়োগপত্র পাওয়ার কথা। অথচ জামালপুর জেলা থেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আমরা মাত্র আটজন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে আবেদন করেছিলাম। দুঃখজনক এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জামালপুর জেলা থেকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৪৩৫ জনকে নির্বাচিত করে ফলাফল প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই জেলায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান একজনকেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। এই ফলাফলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে অমান্য করেছে এবং পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধাকেও চরমভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

অতএব, আমি একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার কন্যাসন্তান হিসেবে আপনার কাছে আকুল আবেদন এই যে, যেহেতু জামালপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের মধ্যে আটজন আবেদনকারীর একজনকেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। সেহেতু জামালপুর জেলার সহকারী শিক্ষকের মোট শূন্য পদের মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য আপনার ঘোষিত ৩০% সংরক্ষিত কোটায় জামালপুর জেলায় ৬২টি শূন্য পদের মধ্যে আমিসহ মোট আট জনকে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দান করে বাধিত করবেন।

জান্নাতুল ফেরদৌস
পিতা- মোঃ সেলিম উদ্দিন
দৌলতপুর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট,
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।